মাসিক পানি পরিক্রমা
(MASIK PANI PARIKROMA)

[পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক মুখপত্র]

নভেম্বর - ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ।

মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, এম.পি এর পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে যোগদান উপলক্ষে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বর্তমান পানি সম্পদ মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এম.পি ও সাবেক পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এম.পি

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

গত ৮ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখ আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, এম.পি এর পানি সম্পদ মন্ত্রী হিসেবে যোগদান উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিদায়ী পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এম.পি আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

এ অনুষ্ঠানে বিদায়ী পানি সম্পদ মন্ত্রী বলেন, পানি সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের যে গতিধারা সূচিত হয়েছে তা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে নবাগত পানি সম্পদ মন্ত্রীর দিক নির্দেশনা ও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা পানি সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে এক নবদিগন্তের দ্বার উন্মোচিত করবে। তিনি এ উন্নয়ন কর্মকান্ডে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল সংস্থার কর্মকর্তাদের সহযোগিতার আহ্বান জানান।

নবাগত পানি সম্পদ মন্ত্রী তার বক্তৃতায় বলেন, নদী মাতৃক বাংলাদেশের শহর বন্দরসহ আবাদি জমিসমূহ নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ায় নদী শাসনের বিরাট কর্মযজ্ঞ সুচারুভাবে সম্পাদন করে দেশ ও দশের ভাগ্য উন্নয়নে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদের নিরলস পরিশ্রম করতে হবে। তিনি এ ক্ষেত্রে সাবেক পানি সম্পদ মন্ত্রীর সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। এ অনুষ্ঠানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ হুমায়ুন কবীর , বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক এ,কে,এম, মমতাজ উদ্দিন, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের প্রধানগণসহ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

পানি সম্পদ মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এর সহিত ভারতীয় হাই কমিশনার এর সৌজন্য সাক্ষাৎ

গত ৮ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখ পানি সম্পদ মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, এম.পি এর দপ্তর কক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার শ্রী হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ হুমায়ুন কবীর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক এ,কে,এম,মমতাজ উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

এডিপি পর্যালোচনা সভায় সভাপতিত্ব করছেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এম. পি

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এম.পি।

সভায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাসমূহের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়।

সভায় জানানো হয় ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের এডিপিতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৬৯ টি (৩টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্পসহ) প্রকল্প চলমান রয়েছে । এ প্রকল্পসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পূর্ব রিজিয়নের আওতাধীন ঢাকা, কুমিল্লা, সিলেট ও চট্টগ্রাম অঞ্চলসমূহে মোট ২৫ টি এবং পশ্চিম রিজিয়নের আওতাধীন রংপুর, রাজশাহী, ফরিদপুর, বরিশাল ও খুলনা অঞ্চলসমূহে মোট ৩১ টি ও বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্ট কারিগরী সহায়তা, সমীক্ষা ও বিশেষ প্রকল্পসমূহ মিলে ১৩ টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বৃহত্তর প্রকল্পসমূহ হলো Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) যা সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরগুনা ও পটুয়াখালী জেলা নিয়ে বিস্তৃত; Flood and River Bank Erosion Risk Management Investment Program; Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB part); ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারী এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (ECRRP); ঢাকা নারায়নগঞ্জ ডেমরা (ডি এন ডি) এলাকায় পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প; পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ফেজ-২); ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট); বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন কুর্নিবাড়ী হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ কাজসহ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প; কুষ্টিয়া জেলার বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ী সংলগ্ন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প ও চট্টগ্রাম জেলার মিরশ্বরাই উপজেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) বন্যা নিয়ন্ত্রণ সড়ক কাম বেড়ি বাঁধ প্রতিরক্ষা ও নিষ্কাশন প্রকল্প; চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারি ও রাউজান উপজেলায় হালদা নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে বিভিন্ন এলাকা রক্ষাকল্পে তীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প; কক্সবাজার জেলাধীন ক্ষতিগ্রস্থ পোল্ডারসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প এবং চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প।

সভায় আরও জানানো হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ৫১ টি প্রকল্পের মধ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এ পর্যন্ত ২৭ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে, ১২ টি প্রকল্প চলমান, ৪ টি প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন এবং ৮ টি প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নাধীন রয়েছে। মন্ত্রী বিভিন্ন জোনের প্রধান প্রকৌশলী এবং প্রকল্প পরিচালকগণের অধিনস্থ বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমের উপর প্রদত্ত বক্তব্য ধৈর্য সহকারে শোনেন।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলীবৃন্দ নিরলস পরিশ্রম করে দুর্যোগ মোকাবেলায় দেশের জনগণের জানমাল রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে। ফলে অনাকাঙ্খিত দুর্যোগেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির হাত হতে জনগণের জান-মাল রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে মর্মে মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন। তিনি সততা ও নিষ্ঠার সাথে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য বোর্ডের সকল প্রকৌশলী ও কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান।

সভায় পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বীর প্রতীক, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ হুমায়ুন কবীর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী এ, কে, এম, মমতাজ উদ্দিন বিভিন্ন জোনের প্রধান প্রকৌশলীগণসহ মন্ত্রণালয় ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে নতুন মহাপরিচালকের যোগদান

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

প্রকৌশলী মোঃ মাহফুজুর রহমান

প্রকৌশলী মোঃ মাহফুজুর রহমান ১১ জনুয়ারি ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে মহাপরিচালক পদে ২য় মেয়াদে যোগদান করেন। ইতোপূর্বে তিনি ২২ জুন, ২০১৭ হতে ২৩ নভেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত একই সংস্থায় মহাপরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৮২ সালে বুয়েট থেকে বি.এসসি. ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ১৯৮৯ সালে নেদারল্যান্ডস এর IHE Delft থেকে এম.এস ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (হাইড্রোলিক) ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৮৩ সালে বাপাউবোতে সহকারী প্রকৌশলী (পুর) পদে যোগদান করে বোর্ডের পরিকল্পনা, নকশা ও সিডিএসপি প্রকল্পসহ মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরে সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নদী তীর সংরক্ষণ, সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্পে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। পানি উন্নয়ন বোর্ডে দীর্ঘ ৩৩ বছর চাকুরিকালীন সময়ে তিনি আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, নেদারল্যান্ডস, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, চীন, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড ও ভারতে বিভিন্ন সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রকৌশলী মোঃ মাহফুজুর রহমান ১৯৫৮ সালে কুমিল্লা জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইনস্টিটিউ অব ইঞ্জিনিয়ার্স , বাংলাদেশ (IEB) এর আজীবন সদস্য।

প্রকৌশলী কে, এম, আনোয়ার হোসেন এর অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) পদে যোগদান

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

প্রকৌশলী কে, এম, আনোয়ার হোসেন

প্রকৌশলী কে, এম, আনোয়ার হোসেন ২৮ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) পদে যোগদান করেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি প্রধান প্রকৌশলী, উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, সিলেট পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে স্নাতক বিএসসি-ইন-সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ১৯৮৯ সালে এআইটি, ব্যাংকক হতে স্নাতকোত্তর এমএসসি-ইন-ওয়াটার রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৮৪ সালের ২০ জানুয়ারি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে সহকারী প্রকৌশলী (পুর) পদে যোগদান করেন। দীর্ঘ ৩৪ বছর চাকুরী জীবনে তিনি পরিকল্পনা, নক্সা দপ্তরসহ মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরে বাপাউবো'র নদী তীর সংরক্ষণ, সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্পে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে দীর্ঘ ৩৪ বছর চাকুরীকালীন সময়ে তিনি ফ্রান্স, জার্মানী, মরক্কো, অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়াসহ দেশ-বিদেশে বিভিন্ন সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬১ সালে নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপ-জেলাধীন সিরাজনগর (নয়াচর) গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

মহাপরিচালক এ,কে,এম,মমতাজ উদ্দিনের জাতির জনক মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জ জেলার উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক এ,কে,এম মমতাজ উদ্দিন

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

গত ২ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক এ,কে,এম, মমতাজ উদ্দিন মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জ জেলায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালীন সময়ে তিনি আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গন রোধে গৃহীত কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় মাদারীপুর পওর বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী পার্থ প্রতীম সাহা মহাপরিচালককে জানান আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গন রোধে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড জিও ব্যাগ ডাম্পিং ও সিসি ব্লক ব্যবহার করে আসছে । এ কাজ জুন ২০১৮ সাল নাগাদ শেষ হবে বলে নির্বাহী প্রকৌশলী আশাবাদ ব্যক্ত করেন। মহাপরিচালক গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদনসহ পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করে ফাতেহা পাঠ করেন।পরে মহাপরিচালক গোপালগঞ্জের তারাইল পাচুরিয়া প্রকল্প পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে গোপালগঞ্জ পওর বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী সফি উদ্দিন প্রকল্পের বিস্তারিত কার্যক্রম মহাপরিচালকের নিকট উপস্থাপন করেন। মহাপরিচালক প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত তারাইল পাচুরিয়া প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করার তাগিদ দেন। তিনি এসময় প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথেও কথা বলেন। তাঁরা মহাপরিচালকের নিকট এই প্রকল্প গ্রহণের পূর্বেকার দুঃখ দুর্দশার কথা তুলে ধরেন। তাঁরা বলেন প্রকল্প গ্রহণের আগে এই এলাকার ফসলি জমিগুলো জলমগ্ন থাকতো। তাঁদের দিন কাটতো অর্ধাহারে ও অনাহারে। জলমগ্ন জমির পানে তারা উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো আর ভাবতো এ জীবনে কী সুখের দেখা মিলবে? অবশেষে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এ প্রকল্প হাতে নেয়ায় তাঁদের দুঃখের দিন শেষ হয়ে সুখের প্রত্যাশা হাতছানি দিয়ে ডাকছে। জলমগ্ন ফসলি জমি এখন সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা। তাঁরা কৃতজ্ঞতাভরে এ প্রকল্পের সুবিধাসমূহ মহাপরিচালকের নিকট বর্ণনা করেন। এলাকার জনগণ প্রকল্পের কিছু বিশেষ কার্যক্রমের চাহিদার কথা উল্লেখ করেন। মহাপরিচালক ধৈর্য সহকারে তাঁদের কথা শুনেন এবং প্রকল্পের সকল সুযোগ সুবিধার বিষয়াদি পরিদর্শন করে প্রকল্প বাস্তবায়নের আশ্বাস দেন। এ সময় পশ্চিমাঞ্চল জোনের প্রধান প্রকৌশলী এ,কে,এম, ওয়াহেদ উদ্দিন চৌধুরী, ফরিদপুর পওর সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আবদুল হেকিম, কুষ্টিয়া পওর সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ মনিরুজ্জামান , গোপালগঞ্জ পওর বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী সফিউদ্দিন, মাদারীপুর পওর বিভাগের, নির্বাহী প্রকৌশলী পার্থ প্রতীম সাহাসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রকল্প পরিদর্শন করছেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক এ,কে,এম, মমতাজ উদ্দিন

আমোদখালী খাল পুনঃখননে জলাবদ্ধ জমিতে ফসলের হাসি

প্রকৌশলী মোঃ আমিরুল হোসেন
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক ব্লু-গোল্ড প্রকল্প
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ এবং নেদারল্যান্ডস্ সরকারের যৌথ উদ্যোগে বাংলদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় সাতক্ষীরায় অবস্থিত পোল্ডার-২ এ ব্লু-গোল্ড কার্যক্রম শুরু হয় ২০১৪ সালের আগষ্ট মাসে। এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পোল্ডার এলাকায় জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। প্রাথমিক পর্যায়ে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে পানি ব্যবস্থাপনা দল গঠন করা হয় এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। পানি ব্যবস্থাপনা দলের প্রস্তাবনা অনুসারে পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে এলাকাভিত্তিক পরিকল্পনা প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন শুরু হয়। পোল্ডার-২ এর অন্তর্গত সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ফিংড়ী ও ধুলিহর ইউনিয়নের আওতাভুক্ত আমোদখালী খালে পলি জমে ভরাট হওয়ায় ফিংড়ী, ধুলিহর (আংশিক), ব্রহ্মরাজপুর (আংশিক) ও বুধহাটা (আংশিক) ইউনিয়নের আনুমানিক ৫২৬৪ একর জমিতে বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টি এবং অপর্যাপ্ত নিষ্কাশন ব্যবস্থার কারণে জলাবদ্ধতায় বিগত ১৫ থেকে ১৬ বছর আমন ধান চাষ করা সম্ভব হতো না। এমনকি অনেক জনপদ এবং বসত-বাড়ি জলমগ্ন থাকত, এতে জনভোগান্তি ও গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগী লালন পালন ক্ষতিগ্রস্থ হতো। ফলে কৃষিনির্ভর এলাকার কৃষকরা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হতো এবং আষাঢ়-শ্রাবণ (জুলাই-আগষ্ট) মাস থেকে কার্তিক-অগ্রহায়ণ (অক্টোবর-নভেম্বর) মাস পর্যন্ত দরিদ্র কৃষক এবং দিনমজুর এলাকায় কৃষি কাজ না থাকায় জীবিকার তাগিদে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হত। জলাবদ্ধতার কারণে অনেকে বাড়ি-ঘর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হত।

এলাকার পানি ব্যবস্থাপনা দল, ইউনিয়ন পরিষদ ও সাধারণ জনগণের প্রস্তাব বিবেচনা করে ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রামের আওতায় সাতক্ষীরা পওর বিভাগ-২, বাপাউবো এর অধীনে ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে স্থানীয় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে আমোদখালী খাল পুনঃখননের কাজ শুরু হয়। আমোদখালী স্লুইচ গেট থেকে বুড়ামারা বিল পর্যন্ত প্রায় সাড়ে আট কিলোমিটার খাল পুনঃখননের ফলে অত্র এলাকার ১৯ টি বিলের পানি আমোদখালী স্লুইচ দিয়ে পার্শ্ববর্তী বেতনা নদীতে নিষ্কাশনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যদিও চলতি বছর বিগত ২০১৬ সনের চাইতে এলাকায় প্রায় ৬০% বেশী বৃষ্টি হয়েছে তথাপি পুনঃখনন করা খালের মাধ্যমে নিষ্কাশনের সুযোগ তৈরি হওয়ায় এই খাল নির্ভর এলাকার জনবসতি এবং কৃষিজমি দীর্ঘ দেড় দশক পর জলাবদ্ধতা মুক্ত হয়েছে। ফলে এলাকায় আমন ধান চাষ করা সম্ভব হয়েছে তাই প্রাণ ফিরে এসেছে স্থানীয় কৃষকদের মাঝে। বিশেষ করে চলতি মৌসুমে বাজারে ধানের দাম তুলনামূলক বেশী হওয়ায় এলাকার কৃষক আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং এতে তারা আনন্দিত। ইতোমধ্যে বেশ কিছু জমির ধান কাটা হয়েছে, আশা করা হচ্ছে মাসখানেকের মধ্যে বাকী ধান কাটা সম্পন্ন হবে। ধানের ফলন খুব ভাল হয়েছে। স্থানীয় কৃষকবৃন্দ আশাবাদী বর্ষা মৌসুমের পর স্লুইস গেট ব্যবহার করে খালে ধরে রাখা মিষ্টি পানি দিয়ে রবি শষ্য চাষ করা সম্ভব হবে। তাছাড়া দীর্ঘদিন পর এলাকায় জলাবদ্ধতা না থাকায় প্রকৃতিক পরিবেশ উন্নত হয়েছে, জীব বৈচিত্রের ভারসাম্য ফিরে এসছে। এলাকার জনগণ পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব হতে মুক্ত হয়েছে। ফিংড়ী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব শামসুর রহমান জানান যে, ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রামের আওতায় আমোদখালী খাল পুনঃখননের মাধ্যমে দীর্ঘ ১৫ বা ১৬ বছর পর এ বছর বিলগুলোতে আমন ধান চাষ করা সম্ভব হয়েছে, ফলশ্রুতিতে অত্র এলাকার কৃষি নির্ভর জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে এবং জমির দাম তুলনামূলক বৃদ্ধি পেয়েছে, যা প্রায় দ্বিগুণেরও বেশি। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাতক্ষীরা সদর উপজেলার উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন বলেন আমন ধান চাষের মাধ্যমে স্থানীয় কৃষক আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে যা সাতক্ষীরা জেলায় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। কৃষি বিভাগের হিসাবে এক মৌসুমে এই এলাকায় প্রায় ১২ হাজার টনের অধিক ধান উৎপাদিত হয়েছে। তাছাড়া সময়মত নিষ্কাশন হওয়ায় ধান কাটার পর জমিতে রবি ফসলের আবাদ শুরু করার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। এলাকার কৃষকগণ জানান তারা ইতোমধ্যে বোরো চাষের জন্য বীজতলা তৈরি করেছেন, অনেকে শীতকালীন সবজি চাষের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সাতক্ষীরা পানি উন্নয়ন বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব অপূর্ব কুমার ভৌমিক জানান এলাকায় এক মৌসুমেই যে অতিরিক্ত ধান উৎপাদিত হয়েছে তা খাল পুনঃখননের খরচের চাইতে অনেক বেশী। উপরন্তু রবি মৌসুমে কৃষকগণ খালে ধরে রাখা লবণমুক্ত পানি ব্যবহার করে অধিক ফসল উৎপাদনে সক্ষম হবেন। তিনি জানান চলতি মৌসুমে ব্লু-গোল্ড কর্মসূচীর আওতায় চলতি বছর ঐ এলাকার আরো কয়েকটি খাল পুনঃখনন করা হবে এবং মহেশ্বর কাঠিতে একটি নতুন স্লুইস নির্মাণ ও কয়েকটি স্লুইস মেরামত করা হবে। আগামী জুনের আগেই এসব কাজ সম্পন্ন হবে বলে তিনি আশাবাদী এবং এলাকার পানি ব্যস্থাপনা আরো অনেক উন্নত হবে, অধিক এলাকায় কৃষি-চাষ ভাল হবে।

ফিংড়ী ইউনিয়নে একদা জলাবদ্ধতা বিলে আমন ধানের সমারোহ

ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক : *উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এম. পি*

গত ৮ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এম.পি ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন কাজের শুভ উদ্বোধন করেন।

এ সময় এলাকার পক্ষ হতে পানি সম্পদ মন্ত্রীকে জানানো হয় ডিএনডি প্রকল্প তৈরি করা হয়েছিল ১৯৭৫ সালে। মূলতঃ এই এলাকার ফসলি জমিসমূহকে নিরবচ্ছিন্ন সেচ প্রদানের লক্ষ্যে ডিএনডি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। অতিবৃষ্টির কারণে প্রকল্প এলাকার পানি নিষ্কাশন করে এলাকার জমিসমূহ চাষাবাদযোগ্য করে তোলাই ছিল এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু কালের বিবর্তনে রাজধানী সম্প্রসারিত হয় এবং জেলা শহর নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। ফলে ফসলি জমি আর চাষাবাদযোগ্য থাকে না। এলাকার জনসাধারণ প্রকল্প এলাকায় গড়ে তোলে আবাসস্থল । যেহেতু এই এলাকা আবাসিক স্থানের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না, তাই এলাকাটি রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন নয়। ফলে এসব জায়গায় গড়ে ওঠে অপরিকল্পিত নগরায়ণ। পয়ঃনিষ্কাশন প্রণালী পরিকল্পনা ও নকশা মাফিক না হওয়ায় এলাকার পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা সচল থাকে না। সামান্য বৃষ্টি হলেই ডিএনডি এলাকায় জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। ফলে এলাকার জনসাধারণকে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাদের এই দুঃখ কষ্টের বিষয়টি লাঘবের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ডিএনডি এলাকার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন কাজের প্রকল্প গ্রহণ করে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর ২০ ইসিবি ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড উল্লিখিত প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করবে। প্রকল্পের কাজ শেষ হলে ডিএনডিবাসীর দীর্ঘদিনের অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট লাঘব হবে বলে আশা করা যায়। তিনি আরও বলেন এ প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প, তাই গুরুত্বের সাথে এ প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্টসকলকে বিশেষ নজর দিতে হবে। মন্ত্রী কাজের গুণগত মান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য এ কে এম শামীম ওসমান, সংসদ সদস্য সৈয়দ আবুল হোসেন বাবলা ও সংসদ সদস্য সানজিদা খানম, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক এ, কে, এম, মমতাজ উদ্দিন , কেন্দ্রীয় অঞ্চলের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ ফখরুল আবেদীন , ঢাকা পওর সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ আব্দুল মতিন সরকার, ঢাকা পওর বিভাগ-১ এর নির্বাহী প্রকৌশলী, মোঃ আব্দুল আউয়াল মিয়া , ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইফতেখার আনিস, কর্ণেল মোঃ তৌহিদ হোসেন, লে. কর্ণেল মুহাম্মদ রোমিও নওরীণ খানসহ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী ও রাউজান উপজেলার হালদা নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গনরোধে তীর রক্ষা প্রকল্পের কাজ উদ্বোধন

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এম. পি

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

গত ৯ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী ও রাউজান উপজেলার হালদা নদীর উভয় তীরের বিভিন্ন এলাকা ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে তীর সংরক্ষণ কাজের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনকালীন সময়ে এলাকার পক্ষ হতে মন্ত্রীকে জানানো হয় হালদা নদী খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার বাদনাতলী নামক স্থান হতে উৎপত্তি হয়ে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলায় প্রবেশ করে হাটহাজারী ও রাউজান উপজেলার মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে প্রায় ১২০ কিঃমিঃ আঁকাবাঁকা পথ প্রবাহিত হয়ে কর্ণফুলী নদীতে পতিত হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য জেলাসমূহে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট পাহাড়ী ঢলের প্রভাবে হাটহাজারী ও রাউজান উপজেলাস্থ হালদা নদীর উভয় তীরবর্তী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, রাস্তাঘাট, ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সমগ্র এলাকা ব্যাপক ভাঙ্গনের কবলে পড়ে। উক্ত ভাঙ্গনকবলিত স্থানসমূহে স্থায়ী প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা না হলে ভাঙ্গনের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং নদীর উভয় তীরবর্তী স্থানসমূহে অবস্থিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও বসতভিটা মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় পড়বে মর্মে আশংকা প্রকাশ করা হয়। ক্ষতিগ্রস্থ জনসাধারণের দীর্ঘদিনের দুঃখ দুর্দশা লাঘবের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম-৫ (হাটহাজারী) আসনের সংসদ সদস্য ও পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এম.পি এর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড নভেম্বর/২০১৩ সালে উক্ত ভাঙ্গন কবলিত এলাকায় স্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজসহ হালদা নদীর ডান তীরবর্তী হাটহাজারী উপজেলায় বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ এবং জোয়ারের সময় নিমজ্জিত হওয়া রাস্তা উঁচুকরণের কাজ বাস্তবায়নের জন্য একটি প্রকল্প প্রণয়ণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। পরবর্তীতে গত ৪ এপ্রিল/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি অনুমোদিত হওয়ায় উন্মোচিত হয় হালদা পাড়ের ভিটে-মাটিহারা বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী ও রাউজান উপজেলার হালদা নদীর উভয় তীরবর্তী ১২.১২০ কিঃমিঃ তীরে ভাঙ্গন কবলিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষা পাবে ও আনুমানিক ৫৭১০ কোটি টাকার সম্পদ নদী ভাঙ্গনের হাত হতে ঝুঁকিমুক্ত হবে এবং প্রকল্প এলাকায় সামাজিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাবে। উদ্বোধন-কালে মন্ত্রী বলেন হালদা নদী প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন এর অভয়স্থল। তাই হালদা নদী রক্ষায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তাছাড়া হাট হাজারী এলাকাও বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাবে। এর আগে তিনি চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার উপকূলীয় অঞ্চলের বিভিন্ন অবকাঠামোর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, নিষ্কাশন এবং সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য পুনর্বাসন প্রকল্পের সংরক্ষণসহ সি ডাইক কাজের উদ্বোধন করেন। এ প্রকল্পসমূহ শেষ হলে সীতাকুন্ড উপজেলার বিস্তীর্ণ এলাকা নদী ভাঙ্গন থেকে রক্ষা পাবে। এ সময় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক এ, কে, এম, মমতাজ উদ্দিন , দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সংসদ সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী ও কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

পরিচালনা পরিষদের ৪৩ তম সভা অনুষ্ঠিত

পরিচালনা পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করছেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এম. পি

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

গত ১৭ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ তারিখ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পরিচালনা পরিষদের ৪৩ তম সভা বোর্ডের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। পানি সম্পদ মন্ত্রী ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এম.পি উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বীর প্রতীক উপস্থিত ছিলেন।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও সভার সভাপতি উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন এবং সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য বোর্ডের মহাপরিচালককে অনুরোধ জানান।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে এ, কে, এম, মমতাজ উদ্দিন, মহাপরিচালক, বাপাউবো উপস্থিত সদস্যগণকে স্বাগত জানিয়ে পরিচালনা পরিষদের ৪৩ তম সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী নির্ধারিত বিষয়সমূহ পরিষদে উপস্থাপন করেন। সভায় আলোচ্য বিষয়সমূহের মধ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অনুমোদিত Need Based Set-up, সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালা এবং অর্গানোগ্রাম চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত অন্তবর্তীকালীন সময়ের জন্য নিয়োগ ও পদোন্নতি কার্যক্রম অব্যাহত রাখা প্রসঙ্গে; সুনামগঞ্জ পওর বিভাগ-১ ও ২ এর আওতাধীন উপ-বিভাগসমূহের কার্য-এলাকা পুনঃবন্টন প্রসঙ্গে; বাপাউবো'র অধিগ্রহণকৃত ইজারাযোগ্য জমি সাময়িক ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে ইজারা চুক্তি রেজিস্ট্রেশন করণ প্রসঙ্গে এবং কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট পওর বিভাগের অধিক্ষেত্র (Jurisdiction) পুনঃনির্ধারণ প্রসঙ্গে গুরুত্বসহকারে আলোচনা হয়। এছাড়াও বিবিধ বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচ্য বিষয়সমূহের উপর উপস্থিত সংশ্লিষ্ট সদস্যগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের উপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় পরিষদের সদস্য ড. জাফর আহমেদ খান, সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়; ইসতিয়াক আহমদ, সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়; নাসরিন আক্তার, অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ; শফিক আহমেদ শিবলী, যুগ্ম সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়; ড. আইনুন নিশাত, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পরিচালনা পরিষদ, ড. উম্মে কুলসুম নাভেরা, অধ্যাপক, পানি সম্পদ প্রকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ; ড. সফিউল্লাহ, সাবেক উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, (বর্তমানে উপাচার্য, আহসান উল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়) ঢাকা; জামিল উদ্দিন আহমেদ, এফসিএ, এফসিএমএ, জে, ইউ আহমেদ এন্ড কোং চার্টার্ড একাউন্টেন্ট; মোহাম্মদ মহসীন, সাবেক সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ; ড. মোঃ আতাউর রহমান, অধ্যাপক, পানি সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা; এ, কে, এম, মমতাজ উদ্দিন, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা; খন্দকার খালেকুজ্জামান, মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো), ঢাকা উপস্থিত ছিলেন।

সভার সভাপতি ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, জনসংযোগ পরিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত

সম্পাদক : এ,কে,এম নজরুল ইসলাম খান, পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা খান, উপ-পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
ফোন : ৮৮-০২-৯৫১২০৩০, ইমেইল : dir.publicity@gmail.com ওয়েবসাইট- www.bwdb.gov.bd